দৈনিক ইনকিলাব
73
তারিখ ... 26 MAY 1989
পৃষ্ঠা ... 1 কলাম 6

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

বেসরকারী দিবসে সংসদ অধিবেশন

অবৈতনিক শিক্ষা ও সংবিধান সমুন্নত রাখার দাবীতে বিরোধী দলের ওয়াক আউট

।। সংসদ রিপোর্টার ।।

গতকাল জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় সদস্যরা ১৯৯০ সাল হতে ৬ থেকে ১০ বছর বয়সের সকল বালক-বালিকাকে বাধ্যতামূলকভাবে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের একটি প্রস্তাব গ্রহণ ও এতদসংক্রান্ত বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭ নম্বর ধারা সমুন্নত রাখার দাবীতে সংসদ থেকে ওয়াক আউক করেছেন। স্বতন্ত্র সদস্য জনাব মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম মনি এ সিদ্ধান্ত প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন এবং একই দাবীতে বিরোধী দলীয় সদস্যদের সাথে ওয়াক আউট করেন। তবে জনাব শাহজাহান সিরাজসহ জাসদের তিনজন, ফ্রীডম পার্টির মেজর (অবঃ) বজলুল হুদা ও অপর একজন সদস্য প্রস্তাবের পক্ষে ধ্বনি ভোট দেন। কিন্তু তারা ওয়াক আউট করেননি। পরে প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে বাতিল হয়ে যায়।

প্রস্তাবই একই সাথে আলোচনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। এ ব্যাপারে সংসদ নেতা জনাব মওদুদ আহমদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনিও সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিষয়টি এক সাথে আলোচনা করা যায় বলে অভিমত ব্যক্ত করেন এবং শিক্ষামন্ত্রীরা অভিমত জানতে চান। শিক্ষামন্ত্রী জনাব শেখ শহিদুল ইসলাম দুটি প্রস্তাবেরই তিনি এক সাথে উত্তরদানে সক্ষম বলে সংসদকে জানান। এরপর স্পীকার জনাব মিয়া আব্বাসকে

শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

দৈনিক ইনকিলাব
... 26 MAY 1989
কলাম

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র ঢাকা

ওয়াক আউট

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বক্তব্য রাখতে বলেন।

মিয়া আব্বাস

মাননীয় স্পীকার! শিক্ষা কোন সুযোগ নয়; শিক্ষা সাংবিধানিক অধিকার। দেশের সামগ্রিক কল্যাণ ও উন্নতির জন্য শিক্ষা অপরিহার্য। তাই আমার দাবী প্রাথমিক শিক্ষার পরিবর্তে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হোক। কোন চাকরির ক্ষেত্রেই ৮ম শ্রেণীর নীচের শিক্ষা স্বীকৃত নয়। সকল শিক্ষা কমিশনও এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এর পর স্পীকার জনাব আতাউর রহমানকে বক্তব্য রাখার আহবান জানান।

আতাউর রহমান

যখন যে সরকারই ক্ষমতায় আসেন বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজান হবে। এ পর্যন্ত ১০টি শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট দিয়েছে। অথচ সরকারগুলো এ সব রিপোর্ট বাস্তবায়নের প্রয়োজন অনুভব করেনি।

নূর আলম জিকু

কপের জনাব নূর আলম জিকু বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থাকে অবৈতনিক করলে শিক্ষার হার বাড়বে। তিনি বলেন, এ জন্য প্রতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। তিনি বলেন, পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার জন্য কি ব্যবস্থা, কি আইন কার্যকর করা হয়েছে?

নূরুল ইসলাম মনি

স্বতন্ত্র সদস্য জনাব নূরুল ইসলাম মনি বলেন, শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। মেরুদণ্ডহীন মানুষ নিজেই দাঁড়াতে পারে না। সে জাতিকে কি দেবে? তিনি বলেন, গত ১০ বছরেও গণশিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয়নি। তিনি পরিসংখ্যান উল্লেখ করে বলেন, ৮৪ দশমিক ৮ ভাগ মানুষ গ্রামের বাস করে।

আর এ গ্রামেই অবস্থিত ৯২ ভাগ স্কুল। শিক্ষার হার এখন নেমে ১৯ দশমিক ৭০ ভাগে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেন, নিরক্ষরের সংখ্যা এখন প্রতি বছরই বাড়ছে। জনাব মনি বলেন, শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি দেখিয়ে, মুখরোচক কথা বলে শিক্ষার হার বাড়ানো যায় না।

এ ছাড়া, বিষয়টির ওপর অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন, সর্বজনাব আবদুল হামিদ তালুকদার, মেজর (অবঃ) বজলুল হুদা, ও মোক্তার আহমদ।

বজলুল হুদা

ফ্রীডম পার্টির মেজর (অবঃ) বজলুল হুদা বলেন, সমস্যা শিক্ষার নয়, সমস্যা সাক্ষরতার। দু'হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা এ শ্লোগান দিলে হবে না। এ ব্যাপারে বাস্তব উদ্যোগ ও ব্যবস্থা নিতে হবে। স্কুল বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দিয়ে লক্ষ্য অর্জিত হবে না। এর পর জনাব মোক্তার আহমদ বক্তব্য রাখেন ও পরে স্পীকার বিরোধী দলীয় নেতা জনাব রবকে বক্তব্য রাখার আহবান জানান।

আসম রব

জনাব রব দাঁড়িয়েদই শাসনতন্ত্রের ১৭ ধারার প্রতি স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বলেন এ ধারায় (সংবিধান হাতে নিয়ে) বলা হয়েছেঃ

"রাষ্ট্র (ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য, (খ) সমাজের প্রয়োজনের সাথে শিক্ষাকে সঙ্গতি করার জন্য এবং সে প্রয়োজন সিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য, (গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।"

জনাব রব বলেন, '৭২ সালের পর থেকে যারা ক্ষমতায় এসেছেন, যারা মন্ত্রী হয়েছেন তারা শপথ নিয়েছে সংবিধান সমুন্নত রাখার। তাই এ ধারা বাস্তবায়ন না করলে সংবিধান লংঘিত হবে। তিনি বলেন, একটি মানুষকে যদি আমরা শিক্ষা দিতে পারি তাহলে সে নিজেই বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে পারবে। তিনি প্রশ্ন রাখেন—সংবিধানে এ ধারা বর্তমান সরকার কবে নাগাদ বাস্তবায়ন করবেন? আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সুর অভিন্ন। আমরা এ লক্ষ্যেই ৪ হাজার ৮শ' গ্রামীণ স্কুল উন্নয়নের কর্মসূচী নিয়েছি।

আমরা ৯০ সালের মধ্যে ৭০% ভাগ শিশু-কিশোরকে স্কুলে আনতে পারবো বলে আশা রাখি। আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক। ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক হলেই শিক্ষার হার বাড়বে না। তিনি বলেন, বেসরকারী বিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রেশন প্রথা তুলে নেয়া হয়েছে। জনাব শহিদ বলেন, প্রস্তাবের মূল স্পিরিট-এর সাথে আমাদের দ্বিমত নেই। তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার চিন্তা-ভাবনা করছি। এ লক্ষ্যে আগামীতে একটি বিল উত্থাপন করা হবে এবং এ সরকারই প্রথম তা আইনে পরিণত করবে। অবশেষে তিনি প্রস্তাব দু'টি প্রত্যাহারের আহবান জানান। পরে স্পীকার জনাব মিয়া আব্বাসের কাছে তার প্রস্তাব প্রত্যাহার করবেন কিনা জানতে চাইলে তিনি সংসদ নেতা ও শিক্ষা মন্ত্রীর আহবানে সাড়া দিয়ে তার প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন। স্পীকার এ ব্যাপারে জনাব মনির অভিমত জানতে চান।

নূরুল ইসলাম মনি

একটি আইন হবে ও অবৈতনিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে—এরকম কথা প্রতিটি সরকারই বলেছেন। সংবিধানের ১৭ ধারার আলোকে আমি আমার প্রস্তাব প্রত্যাহার করছি না।

সংসদ নেতা

সংসদ নেতা জনাব মওদুদ বলেন, প্রস্তাব প্রত্যাহার না করার অধিকার জনাব মনির রয়েছে।

রবঃ মাননীয় স্পীকার প্রস্তাবটি গ্রহণ করুন। বিষয়টি ভোটাভোটিতে দেবেন না। এতে শাসনতন্ত্রের ১৭ ধারা লংঘিত হবে।

মনিঃ ১৭ ধারায় (বয়স বাদ দিয়েই) সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের কথা বলা হয়েছে।

রবঃ জনগণ '৮৮ সালে আমাদেরকে রায় দিয়েছেন শাসনতন্ত্র বাস্তবায়নের জন্য। তাই আমরা প্রস্তাব বাস্তবায়নের অঙ্গিকার চাই।

শাহজাহান সিরাজঃ আইন করার যদি ইচ্ছা থাকে তাহলে এখন প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে আপত্তি কোথায়?

রবঃ আগের শিক্ষামন্ত্রী বর্তমানের সেচমন্ত্রী জনাব মাহবুব, শিক্ষা মন্ত্রীকে ডিফেন্ড করে বক্তব্য রেখেছেন। শাসনতন্ত্রে সকল বালক-বালিকার কথা বলা হয়েছে বয়সের কথা নয়। আমি মনে করি প্রস্তাবটি গ্রহণ করে বিল আকারে আনলেই জনগণের ইচ্ছার বাস্তবায়ন হবে। আমি চাই না সংবিধান লংঘিত হোক।

মওদুদঃ সংসদ নেতা বলেন, প্রস্তাবটি গ্রহণ করা না হলে সংবিধান লংঘিত হবে এ কথা ঠিক নয়। সংবিধানে একটি গাইড লাইন দেয়া হয়েছে। তাছাড়া, জনাব মনির '৬-১০ বছর' শব্দগুলো এ পর্যায়ে সংশোধনের কোন বিধান নেই। তাছাড়া, আমরা যখনই ভবিষ্যতে সময় পাব তখনই বিষয়টির ওপর বিল আনবো।

স্পীকারঃ আমি এখন সংসদে সিদ্ধান্ত প্রস্তাব পেশ করছি (ভোটাভোটির জন্য)

রবঃ সরকার শাসনতন্ত্র কার্যকর করার জন্য জনগণের কাছ থেকে রায় এনেছেন। তাই অনুরোধ করছি প্রস্তাবটি গ্রহণ করুন। ভোটে দিলে শাসনতন্ত্রের বরখেলাপ হবে। আমরা ওয়াক আউট করছি।

স্পীকার প্রস্তাবটি ভোটে দেন এবং কণ্ঠ ভোটে প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে যায়। স্পীকার সংসদ অধিবেশন রোববার সকাল ১০ টা পর্যন্ত মুলতবী ঘোষণা করেন।